দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 APR 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দলীয়করণের বেড়াজালে বুয়েট
প্রতিবাদী শিক্ষক, ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী

■ মাহবুব রনি

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) দলীয়করণের বেড়াজালে আটকে পড়ছে। দলীয় ভিত্তিতে পদায়ন, পদ সৃষ্টি, সুবিধা প্রদান, শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অনিয়মসহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনেছেন শিক্ষকরা। এসব অভিযোগের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতির ঘোষণাও দিয়েছেন তারা।

শিক্ষকদের আন্দোলনে বুয়েট কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। বন্ধ রয়েছে ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম। বিঘ্নিত হচ্ছে প্রশাসনিক কাজ। শিক্ষকদের কর্মসূচির বিপরীতে পাল্টা কর্মসূচি পালন করছেন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্রলীগ। কর্মবিরতিকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকরা ব্যক্তিগত এবং দলীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন বুয়েটের ভিসি ও প্রো-ভিসি। প্রশাসন ও আন্দোলনরত শিক্ষক- দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে দলীয় স্বার্থরক্ষার অভিযোগ করেছেন।

রবিবার পর্যন্ত টানা নয়দিন কর্মবিরতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নতুন শিক্ষাবর্ষের নিবন্ধন প্রক্রিয়া। শংকায় পড়েছে প্রতিষ্ঠানটির একাডেমিক উৎকর্ষ ও সুনাম। অচল বুয়েট সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বলছেন: দলীয়করণের বিষবাষ্পে পুড়ছে বুয়েট। তারা উত্থাপিত দুর্নীতি-অনিয়মের দ্রুত প্রতিকার চান। একইসাথে কর্তৃপক্ষের উপর অন্যকোন উপায়ে চাপ সৃষ্টি করে নিয়মিত ক্লাস গ্রহণ করতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে তারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস ও ওয়েব সাইট থেকে জানা যায়, ১৯৬২ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী বুয়েট পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠান দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একাডেমিক উৎকর্ষের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাদেশের পাশাপাশি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ধারণ করে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে নানাক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ করেছেন শিক্ষকরা। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

দলীয়করণের বেড়াজালে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৬ দফা অভিযোগ এনে গত ৭ এপ্রিল থেকে কর্মবিরতি পালন করছে শিক্ষক সমিতি।

শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে অনিয়ম

আন্দোলনরত শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে বুয়েট শিক্ষক নিয়োগে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি এ ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপান ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার প্রিভেনশন এন্ড আরবান সেফটির (জিডপাস) একজন প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতর প্রার্থীদের বাদ দেয়া হয়। ঐ পদে শেরেবাংলা হলের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহীনুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হয়। অনার্সে তার সিজিপিএ ছিল তিন দশমিক ৪৮। অথচ তাঁর চেয়ে বেশি জিপিএধারী চারজন (তিন দশমিক ৮৭, তিন দশমিক ৭৯, তিন দশমিক ৭৮ ও তিন দশমিক ৭৬) ঐ পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক এম হাবিবুর রহমান বলেন: শাহীনুরের মাস্টার্স ছিল কিন্তু অন্য প্রার্থীদের মাস্টার্স ডিগ্রি ছিল না। তাই সে অগ্রাধিকার পেয়েছে। ভিসির যুক্তির বিপরীতে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন: যে বিষয়ের জন্য প্রভাষক নিয়োগ হয়েছে সে বিষয়ে শাহীনুরের মাস্টার্স নেই। তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে দলীয় ভিত্তিতে, মেধার ভিত্তিতে নয়। এটির প্রতিকার না হলে ভবিষ্যতে বুয়েটে দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ার পথ প্রশস্ত হবে। এছাড়া অন্য বিভাগেও শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণের চেষ্টা করা হয়েছে, শিক্ষকদের প্রতিবাদে তা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষকরা অভিযোগ এনেছেন, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়ম-দুর্নীতি হচ্ছে। কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটি (এসএসসি) গঠনে ঐতিহ্য রক্ষা করছে না প্রশাসন। নিয়োগ কমিটিতে ৫ জন ডিন ও একজন অধ্যাপক থাকতেন। কিন্তু বর্তমান ভিসি সে ঐতিহ্য লঙ্ঘন করেছেন। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রো-ভিসিকে প্রধান করা হয়েছে। নামেমাত্র দুই-একজন ডিনকে রাখা হয় নিয়োগ কমিটিতে। সুবিধামত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্প্রতি ১৭ জন নিরাপত্তা কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ বাণিজ্য ও অনিয়ম হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস এম নজরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বুয়েটের ১৯৬২ সালের অধ্যাদেশ অনুসরণ করা হচ্ছে। আর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ভিসির এখতিয়ার। আগের ভিসি

তালিকা হতে অপসারণ করেন। তাদেরকে গ্রেডশিটও দেয়া হয়। অথচ একই সময় ইউআরপি বিভাগের একজন ছাত্রী একই কারণ দেখিয়ে ঐ সেমিস্টারের একটি কোর্স প্রত্যাহারের আবেদন করেন। ভিসি তা বিভাগীয় প্রধানের হাতে 'বিধি দেখুন' বলে ফিরিয়ে দেন এবং অনুমতি দেননি।

এ প্রসঙ্গে বুয়েটের শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি মোঃ মাকসুদ হেলালী বলেন, নিবন্ধন সম্পন্নের পর তা প্রত্যাহার করার সুযোগ নেই। এটি কারো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। তবে দুই ছাত্রের কোর্স প্রত্যাহার করা হলো আর এক ছাত্রীরটি করা হলো না। এটি বৈষম্য ও অন্যায়। ঐ দুই ছাত্র ছাত্রলীগ করে বলেই সুযোগ পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ভিসি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, এটি একটি কারিগরি ও প্রক্রিয়াগত ভুল ছিল। আর আমি ব্যবস্থা নিতে বলেছি, সুযোগ দিতে বলিনি। এটি সংশোধন করা হচ্ছে।

পাল্টা কর্মসূচি

এদিকে শিক্ষকদের কর্মসূচি ও দাবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বুয়েট কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদও প্রতিদিন ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। গতকালও ক্যাম্পাসে এক সমাবেশে ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের বুয়েট শাখার সভাপতি কামাল আহম্মদ শিক্ষকদের 'দাদাস' বলে আখ্যা দিয়ে তাদের ১৭ দফা বাস্তবায়নের দাবি জানান।

অচলাবস্থা দূর করার দাবি শিক্ষার্থীদের

এদিকে গত মার্চে টার্ম পরীক্ষার পর গতকাল বুয়েটে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। ৭ এপ্রিল থেকে শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে কোনো ক্লাস হয়নি বুয়েটে। এর প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ মানববন্ধন করেছে। এ সময় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, শিক্ষকদের দাবির প্রতি আমাদের আপত্তি নেই। তবে ক্লাস বন্ধ থাকলে কোন সমাধান আসবে না। বরং আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। দাবি আদায়ে বিকল্প কর্মসূচি দিয়ে শিক্ষকরা ক্লাস নিলে সবাই উপকৃত হবে। এ অচলাবস্থা দূর হওয়া প্রয়োজন।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ মুজিবুর রহমান বলেন, বর্তমান ভিসি নিয়োগের পর থেকেই অনিয়ম হচ্ছে। তিনি প্রো-ভিসি নিয়োগ দিয়েছেন অর্ধশতাধিক সিনিয়র শিক্ষককে বাদ দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে প্রো-ভিসি ছিল না। মূলত প্রশাসনে দলীয়করণকে এগিয়ে নিতে পারে এ পদ। এখনও এর প্রয়োজন নেই। এছাড়া নানা ক্ষেত্রে অনিয়ম [illegible]

কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের কমিটি পাঁচজন ডিন দিয়ে গঠন হয়েছেন। এটি কোন নিয়ম নয়। এরপরও শিক্ষকদের আপত্তির কারণে এখন পাঁচজন ডিনকেই কমিটিতে রাখা হচ্ছে। অনিয়মের অভিযোগ সঠিক নয়।

রেজিস্ট্রার নিয়োগে অনিয়মের চেষ্টা

গত ৭ এপ্রিল শিক্ষক সমিতির জরুরি সাধারণ সভায় অভিযোগ আনা হয়, ২০১০ সালের ৩১ আগস্ট বর্তমান ভিসি অধ্যাপক এসএম নজরুল ইসলাম নিয়োগ পান। তিনি নিয়োগ পেয়েই শুরু করেন অনিয়ম ও দলীয়করণ। নিয়োগ পেয়েই রেজিস্ট্রারকে সরিয়ে দেন। ২০১০ সালের জুন মাসে রেজিস্ট্রার মো: শাহজাহান অবসরে যান। নিয়ম অনুযায়ী কম্পট্রোলার মো. জসিম উদ্দিন আকন্দকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেন। ৩১শে আগস্ট নিয়োগ পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ভিসি নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত জসিম উদ্দিন আকন্দকে সরিয়ে দেন। ওই পদে দায়িত্ব দেন ডেপুটি রেজিস্ট্রার কামাল আহম্মদকে। শিক্ষকদের দাবির মুখে পড়ে কামাল আহম্মদকে স্থায়ী রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে রেজিস্ট্রার পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক আবু সিদ্দিক। শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ মুজিবুর রহমান বলেন, কামাল আহম্মদ ১৯৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক অফিসার হিসেবে যোগ দেন। সহকারী রেজিস্ট্রার পদে তিনি পদোন্নতি পান ২০০৫ সালে। ২০০৯ সালে তিনি ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে পদোন্নতি পান। ডেপুটি রেজিস্ট্রার থেকে রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতির জন্য ঐ পদে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কিন্তু তা না থাকা সত্ত্বেও দলীয় ভিত্তিতে ২০১০ সালে তাকে রেজিস্ট্রারের চলতি দায়িত্ব দেয়া হয়। এর পর ২০১১ সালের ৩১ জানুয়ারি তাকে স্থায়ী নিয়োগ দেয়ার জন্য ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি অনুমোদন করে সিন্ডিকেট। এর বিরুদ্ধে শিক্ষকরা আন্দোলনে নামলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির কথা বলে ঐ কামাল আহম্মদকে রেজিস্ট্রারের পদে পদোন্নতি দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি শুধু এর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে যে সময় ব্যয় হয়, সে সময় থেকে ধরা হয়। নিয়োগের তারিখ থেকে এটি গণ্য করা যায় না। এটি সম্পূর্ণ অনিয়ম। শিক্ষকদের দাবির প্রেক্ষিতে এটি তদন্তে কমিটি গঠন করা হলেও ঐ কমিটির রিপোর্ট ভিসি প্রকাশ করেননি এবং কমিটির সুপারিশও গ্রহণ করেননি। ভিসি নজরুল ইসলাম বলেন, রাজনৈতিক কারণে বিগত সময়ে কামাল বঞ্চিত হয়েছেন। রেজিস্ট্রার পদের জন্য সে যোগ্য বলেই নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তার ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি যথার্থ।

তবে এ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এই প্রতিবেদক হাতে পেয়েছেন। ঐ রিপোর্টে বলা হয়, পদোন্নতি, আপ-গ্রেডেশন, সিলেকশন গ্রেড প্রদানে যে ভূতাপেক্ষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, তা যথাযথ বা নিয়মতান্ত্রিক নয়।'

ফলাফল মূল্যায়নে অনিয়ম

শিক্ষার্থীদের নম্বরপত্র তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে দলীয়করণের অভিযোগ এনেছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। ২০১১ সালের চতুর্থ বর্ষের (২০০৯-১০) টার্ম-১ পরীক্ষায় একটি করে রেজিস্ট্রিকৃত কোর্সে পরীক্ষা না দেয়া দুই ছাত্রকে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে রেজিস্ট্রিকৃত কোর্স প্রত্যাহারের জন্য ভিসি বরাবর আবেদন করেন। রেজিস্ট্রার উদ্দেশ্য করে তিনি 'ব্যবস্থা নিতে' বলেন। কিন্তু রেজিস্ট্রারকে না জানিয়েই একজন ডেপুটি রেজিস্ট্রার সরাসরি আইটি শাখা থেকে ঐ দুই ছাত্রের একটি করে কোর্স রেজিস্ট্রি

কর্তাব্যক্তি। তাদের ছত্রছায়ায় কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রলীগ নেতা চাঁদাবাজি করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ অনিয়মের প্রতিকার না হলে বুয়েট একাডেমিক উৎকর্ষতা হারাবে। এর সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে। শিক্ষার্থীদের সাময়িক অসুবিধা হলেও এ আন্দোলনের মাধ্যমে দলীয়করণের চেষ্টা রোধ করা সম্ভব হবে।

ভিসি অধ্যাপক এস এম নজরুল ইসলাম বলেন, প্রশাসনিক কাজে গতি আনার জন্য সরকার প্রো-ভিসি নিয়োগ দিয়েছে। চাঁদাবাজির কোনো অভিযোগ তিনি পাননি। কয়েকজন শিক্ষক দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের জন্য আন্দোলন করছেন। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গোটা বুয়েট। নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। সব ধরনের অনিয়মের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকদের কর্মবিরতি অব্যাহত রাখার ঘোষণা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষকরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বুয়েট প্রশাসনের বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযোগ এনে গতকাল রবিবার তারা টানা নবম দিনের মত কর্মবিরতি পালন করেন। একইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রো-ভিসির পদত্যাগও দাবি করেছেন তারা।

গতকাল রবিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের সেমিনার কক্ষে বুয়েট শিক্ষক সমিতি এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. মুজিবুর রহমান লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো: আশরাফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মো: মাকসুদ হেলালী।